জীবননগর পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কমিটি গঠন

জীবননগর পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এ কমিটি গঠন করা হয়। আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ও পৌর বিএনপির সভাপতি শাজাহান কবিরের সভাপতিত্বে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল হককে সভাপতি এবং সাবেক কাউন্সিলর হযরত আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে আখতারুজ্জামানকে।

নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ওপর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নবনির্বাচিত সভাপতি মো. আশরাফুল হক উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

জীবননগরে বাজার মনিটরিং অভিযান; পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং অভিযানে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর চারটি মামলায় ৪ হাজার টাকা এবং বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও একটি মামলায় ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আশরাফুল আলম রাসেল জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, বাজারে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, ওজন ও পরিমাপে অনিয়ম, এবং নিয়মবিরোধীভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের অভিযোগে এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও একাধিক দোকানে অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান শেষে ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের মনিটরিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গা অমর একুশে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গা আলাউদ্দিন আহম্মেদ পাঠাগারের উদ্যোগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিন দিনের বইমেলা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেলার মাঠে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলাউদ্দিন আহম্মেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সহ-সভাপতি হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, গাংচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ কবি সিদ্দিকুর রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন কবি আব্দুল খালেক, কবি মোস্তাফিজুর রহমান ফারায়েজি, কবি অহর আলী, কবি টিনু, রিয়াজ জাহিন, রফি সাধূ, সুজন নাহিদ, আফিম রাজদীপ ও মুস্তাকিম। সভায় কবিতা আবৃতিকারদের মধ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খন্দকার হামিমদুল ইসলাম আজম, ওমর আলী মাষ্টার এবং সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের আয়োজনে স্কাউটিং এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েলের ১৬৯তম জন্মদিন উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা, স্কাউটস ওন এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে আলোচনা সভা এবং ইফতার মাহফিল চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার ডেনে অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার ও নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু নাসিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কমিশনার ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. সাইফুর রশিদ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “স্কাউটিং একটি বিশ্বব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর মূল কাজ হলো সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া এবং দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে মানুষের সেবা করা। পড়ালেখার পাশাপাশি যারা স্কাউটিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত, তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনায় অধিক যোগ্য, মেধাবী ও পরিশ্রমী হয়।”

তিনি আরও বলেন, “স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাই আমরা স্কাউটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা বিপি’র

দেখানো পথ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করবো।”

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক আব্দুর মুকিত জোয়ার্দ্দার (এএলটি)। স্কাউটিং ওন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সাথে প্রতিজ্ঞা পাঠ করান চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার ও সাবেক সম্পাদক জাহিদুল হাসান (এএলটি)। স্কাউটিং আইন পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক শাফিউল ইসলাম।

র্যালি, আলোচনা সভা, স্কাউটস ওন ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সফিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ লিয়াকত আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কর্মকর্তা আবু রাশেদ, হেলেনা নাসরিন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের ইউনিট লিডার আজিম হোসেন এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক রতন আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির সাকিব।

আলমডাঙ্গায় বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান

মাহে রমজান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় পঁচা খেজুর বিক্রি ও নানা অনিয়মের জন্য তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জনাব আবদুল্লাহ আল নাঈম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা

প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

অভিযানে বাজারের বিভিন্ন ফল ও মুদি দোকান তদারকি করে পণ্যের মান, মূল্য তালিকা ও মেয়াদ যাচাই করা হয়।

মেসার্স মিলন ফল ভান্ডার পঁচা খেজুর বিক্রির জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা ও পঁচা খেজুর জব্দ। মেসার্স রিমি ভ্যারাইটিজ স্টোর মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণের অপরাধে ৩,৫০০ টাকা জরিমানা। মিজান স্টোর মূল্য তালিকা না থাকার জন্য ১,৫০০ টাকা জরিমানা।

জরিমানা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আদায় করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, রমজান মাসজুড়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে এবং জনস্বার্থবিরোধী যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিয়মিত নজরদারি থাকলে বাজারে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ক্রেতারা নিরাপদ ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫৫ গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯টার সময় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের তোফায়েল হকের ছেলে মোঃ মানিক হোসেন (২২), একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে মনজুরুল ইসলাম এবং খুদিয়াখালি গ্রামের আরমান আলির ছেলে ইয়াছিন আলি।

তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত ২১/০২/২০২৬ তারিখে জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ ২২/০২/২০২৬, ধারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণি ১৯(ক)/৪১ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় পৌরসভার দৌলতদিয়াড় ও রেলগেট বাজার এলাকায় ডাল-ডাতের মধ্যে মরা ইদুর এবং খাদ্যপণ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ও ভেজাল দেওয়ার অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান পৃথক দুটি স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পরিচালিত তদারকি অভিযানে বেকারিতে ব্যবহৃত ডাল-ডাতে মরা ইদুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ফ্লেভার ব্যবহার এবং অগ্রিম তৈরি বেকারি পণ্যে বর্তমান তারিখ না থাকাসহ ভোক্তা প্রতারণার নানা ঘটনা ধরা পড়ে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ও ৫১ ধারায় মেসার্স মৌসুমী ফুড প্রোডাক্টের স্বত্বাধিকারী মো. সাইদুর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অন্য প্রতিষ্ঠানকেও অভিযানের সময় যথাযথ জরিমানা করা হয়েছে।

এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয় জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সাতকপাটে চুরি-ছিনতাইয়ের মূলহোতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা সরোজগঞ্জ সড়কের সাতকপাট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নিত্যনৈমিত্তিক চুরি-ছিনতাইয়ের মূলহোতা বেলগাছির মোঃ আমির হামজা ওরফে ‘দুদু’ (৩২) গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে, অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ফোর্স গতকাল রবিবার সকাল ৫টার দিকে সাতকপাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামি আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের বাসিন্দা এবং তার পিতার নাম মোঃ জহুরুল ইসলাম।

থানার সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত দুদু চুড়ান্ত খলনায়ক হিসেবে এলাকায় যাতায়াতকারীদের উপর হামলা, চুরি ও ছিনতাই ও মাদক ব্যবসায় জড়িত ছিল। তাঁর নেতৃত্বে গঠনকৃত গ্যাংটি ভ্যান, রিকশা চালকসহ সাধারণ মানুষকে তাড়িয়ে দেয় এবং এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল।

গ্রেফতারকৃত দুদুকে পরে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এ ধরনের অপরাধীদের কঠোরভাবে দমন করা হবে।

দর্শনায় কুপিয়ে জখমের ঘটনায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল ও

বিক্ষোভ

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে গতকাল রবিবার নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে রিপনকে (৪০) ৪–৫ জন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। মাগরিবের সময় মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩–৪ মাস আগে রিপনের সঙ্গে একই গ্রামের হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রবিবার বিকেলে রিপন ইফতার শেষে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় খাইরুল, খোকনসহ ৪–৫ জন তাকে দুই পা ও হাতে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার পর, বিএনপি সমন্বয়ক নাহারুলের নেতৃত্বে দর্শনা শহরে ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দর্শনা থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষোভকারীদের ৪৮ ঘণ্টার সময় দেয়া হয়েছে; এই সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, “পূর্ব শত্রুতার জেরে রিপনকে কুপানো হয়েছে। খাইরুলসহ ৪–৫ জন পলাতক রয়েছে। তবে আমরা তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছি। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।”

আলমডাঙ্গার বেলগাছী-কেদারনগরে

মাদকের রমরমা বাণিজ্য, ঝুঁকিতে যুবসমাজ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ও কেদারনগর গ্রামে মাদকদ্রব্যের বিস্তার উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগে পাঁচজনের একটি চক্র এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকি চারজন এখনও প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত সাহেব আলীর ছেলে ওল্টু (৩০), কেদারনগর পশ্চিমপাড়ার মো. হালিমের ছেলে রাজা (২৫), মাঝেরপাড়ার বাটপার সরদারের ছেলে রাজ্জাক (৩০) এবং গঙ্গার ছেলে আলী হোসেন (৩৫)। তারা সবাই একই এলাকার বাসিন্দা।

গ্রামবাসীরা জানান, একজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরও অন্যরা নির্ভয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রমজান মাসেও সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে নেশার প্রবণতা বাড়ছে এবং এলাকার সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোটখাটো চুরি ও ঝামেলার ঘটনাও বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। সচেতন মহল মনে করছে, মাদক বিক্রির স্থানগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং পুরো চক্রকে আইনের আওতায় আনা জরুরি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত জোরদার ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।